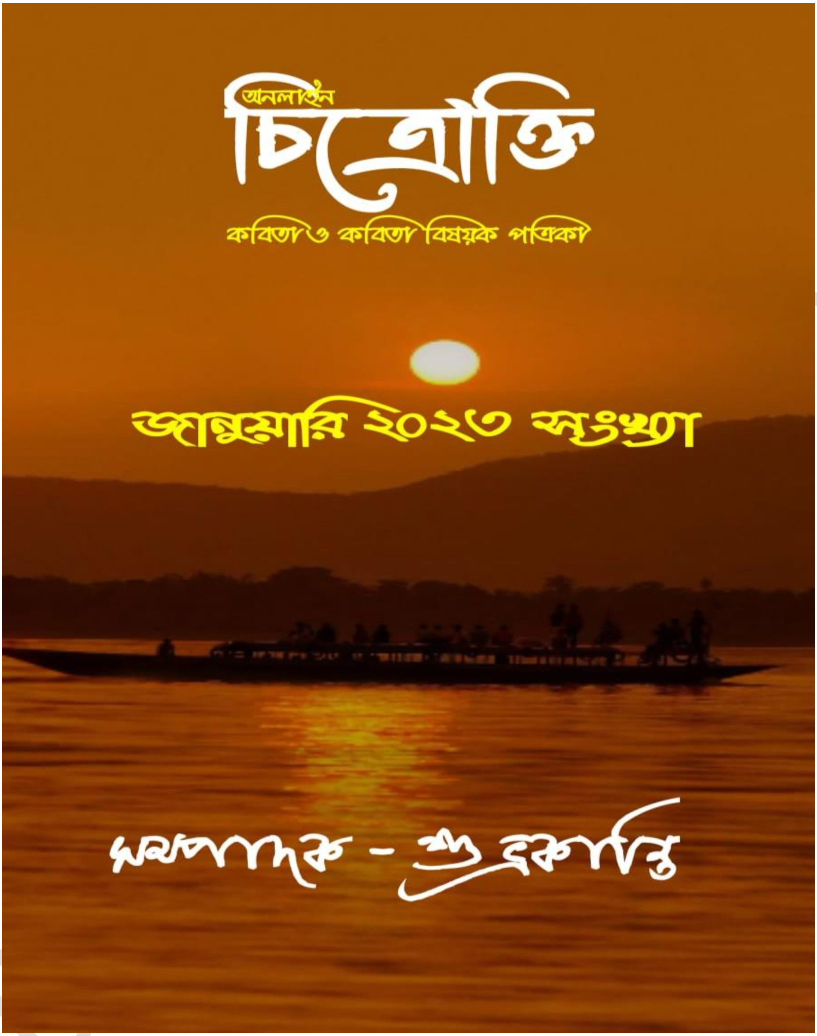

ত্রৈমাসিক অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা

ছাব্বিশ বর্ষ, প্রথম অনলাইন সংখ্যা,

জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যা

আপনারা জানেন **চিত্রোক্তি** - কবিতা ও কবিতা বিষয়ক পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬ সাল। কবি-সম্পাদক-গল্পকার শ্রী অমল করের একান্ত সহযোগিতা এবং সাহচর্যে চিত্রোক্তির পথ চলা শুরু হয়েছিল। ক্রমাগত নয়টি মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশ পাবার পরে বিভিন্ন কারণে এটি অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যদিও চিত্রোক্তি পত্রিকা সামাজিক কাজকর্ম থেকে বা সাহিত্য থেকে কখনই বিচ্যুত হয়নি। ২০২২ সাল থেকে নিয়মিত নব কলেবরে অনলাইনে পুনরায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমরা এই সংখ্যার আগে ছয়টি অনলাইন সংখ্যা প্রকাশ করেছি। আশাকরি এই সপ্তম সংখ্যাটিও সকলের ভালো লাগবে আগের সংখ্যাগুলোর মতই।

সম্পাদক: শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান উপদেষ্টা: অমল কর
যুগ্ম-সম্পাদক: সম্রাট পাত্র, অরবিন্দ সাঁতরা

প্রচ্ছদ – গার্গী চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর

"চিত্রোক্তি"
সম্পাদক - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়

"আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট" বোস পাড়া রোড, বড়িশা পূর্ব পোস্ট, কলকাতা – ৭০০০০৮	"আর ভি বৃন্দাবনম অ্যাপার্টমেন্ট" ব্লক - সি, বালাজি নগর, মিয়াপুর, হায়দ্রাবাদ - 500049, তেলেঙ্গানা

Email: write@chitroktipotrika.org
WhatsApp: 8297976134

www.chitroktipotrika.org
www.chitrokti.org

লেখক সূচি

গল্প

- **অমল কর** — চুপকথার রূপকথারা — 06

কবিতা

- **দীপক কর** — প্রিয়বরেষু : 07
- **কালিদাস ভদ্র** — রিংটোন : 07
- **তেজেশ অধিকারী** — পলাশের ভাষা : 07
- **রথীন কর** — উর্বশী রাত : 07
- **বিকাশ ভট্টাচার্য** — মলাটবন : 08
- **বিতান ভৌমিক** — কান্না : 08
- **মনোজ দাস** — পরিধি –জীবন : 08
- **মধুছন্দা মিত্র ঘোষ** — খোঁজে না ছাড়পত্র : 08
- **নন্দিনী সরকার** — আপন : 09
- **বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়** — বোবা স্বপ্ন : 09
- **ঝুমা সরকার** — ফিরে দেখা : 09
- **সপ্তর্ষি রায়** — মধ্যবিত্ত : 09
- **বিমল দেব** — মায়া ঘোষ এলিজি : 10
- **লিসা বন্দ্যোপাধ্যায়** — কথা : 10
- **সোমা লাহিড়ী মল্লিক** — তুমি ও শীত : 10
- **দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়** — নববর্ষে : 10
- **ভবানীশংকর চক্রবর্তী** — অনেক পেয়েছি বলে : 11
- **শোভন বিশ্বাস** — অবিনশ্বর শূন্যতায় : 11
- **নীলাঞ্জন কুমার** — জল : 11
- **খুকু ভূঞ্যা** — সংযম : 12
- **খগেশ্বর দাস** — অন্তর্দৃষ্টি : 12
- **সন্দীপ জানা** — যা কিছু রেখে যেতে চাই আজ : 12
- **সিদ্ধার্থ দত্ত** — নিঃসঙ্গের গান : 13
- **কৃষ্ণ মিশ্র** — কোয়েলের কাছে : 13
- **ফটিক চৌধুরী** — রহস্য-আড়াল : 13
- **গোপেন মণ্ডল** — রূপবতী : 14
- **স্বাতী ঘোষ** — অনির্বচনীয় : 14
- **জয়গোপাল মণ্ডল** — বৃষ্টি যেভাবে আশ্রয় দেয় : 14
- **সাগর শর্মা** — একাকী : 14
- **পল্লব চট্টোপাধ্যায়** — মানব সম্পদ : 15
- **শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক** — শাঁখস্বর : 15

- **নিমাই জানা** নীল কুরুক্ষেত্রের সমাঙ্গ চিহ্নগুলো: 15
- **কার্তিক মণ্ডল** স্বপ্ন ভঙ্গ : 16
- **কাশীনাথ সাহা** কথন : 16
- **তীর্থঙ্কর সুমিত** বর্ণপরিচয়ের পাতা : 16
- **সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়** কি করে তোমাকে ভুলি : 17
- **নীলাঞ্জনা হাজরা** খাঁচার ভিতরের কথারা : 17
- **মনোজ চৌধুরী** কবিতা-সেলাই করা শব্দযান : 17
- **ডঃ সুজিতকুমার বিশ্বাস** ভয় : 17
- **মোহিত ব্যাপারী** ফেরা হবে না আর : 18
- **প্রদীপ ভট্টাচার্য** পাঠাচ্ছি : 18
- **পিঙ্কি ঘোষ** বিশ্বাসের ধুলো : 18
- **শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়** অতঃপর নতুন আলোয় : 19

নিবন্ধ

- **মঞ্জুশ্রী মণ্ডল** মূল্যায়ন ও মূল্যমান : 19

POTRIKA

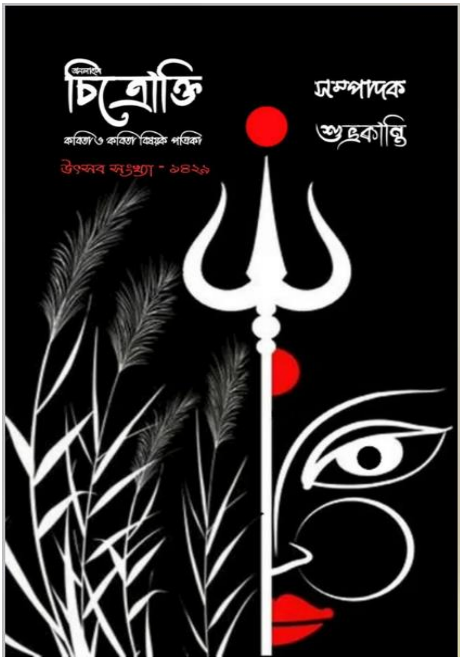

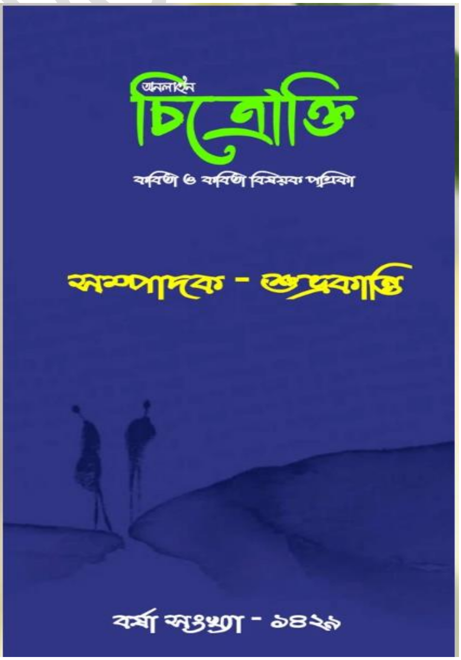

আগের দু'টি সংখ্যা

কিছু কথা

স্বাধীনতার পর অধিকাংশ সময়ই ভারতের শাসনকর্তৃত্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কুক্ষিগত ছিল। অন্যদিকে রাজ্যগুলির রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) (সিপিআই(এম)) প্রভৃতি জাতীয় দল ও একাধিক আঞ্চলিক পার্টি।

সর্বভারতীয় দল বলতে হাতে গোনা কয়েকটি দল। তাই কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকার টিকিয়ে রাখতে আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনেও এসব দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজ পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, পাঞ্জাবে আকালি দল, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে, ডিএমকে, ওড়িষ্যায় বিজু জনতা দলের মতো আঞ্চলিক দলগুলো অতীতেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনায় এসেছে।

কেন্দ্রে বা রাজ্যগুলিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠনের দিন আর নেই। শুরু হয়েছে জোট সরকার গঠনের পালা। সেজন্য জাতীয় পর্যায়ের দলগুলোর আঞ্চলিক দলগুলির হাত না ধরে উপায় নেই। নির্বাচনের আগে বা পরে গাটছড়া বাঁধতে হয়। বর্তমানে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে জোট সরকার তাই একটা দস্তুর। ভারতের কয়েক দশক ধরেই আঞ্চলিক দলগুলোর শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

বিগত বেশ কয়েকটা কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি হয়েছে তাদেরই সমর্থনের ওপরে ভিত্তি করে।

তাদের আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্খা জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আর এবারের লোকসভা নির্বাচনে আঞ্চলিক দলগুলোই নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক – চিত্রোক্তি

CHITROKTI PATRIKA

গল্প

অমল কর

চুপকথার রূপকথারা

কষ্ট-প্রেম-পরিতাপ আর তছনছ চেহারা নিয়ে নিঃসঙ্গ গড়ানো জীবনে ঘরে-বাইরে একা পড়ে আছি এককোণে ছায়ামায়াহীন ঝরাপাতা। আমার মাঠে আসে না কোনো রাখাল, চরে না গোরু, বাজে না বাঁশি চূর্ণ চূর্ণ স্মৃতি আসে। চেয়ে চেয়ে দেখে নিই আবিষ্ট নির্জনতা।

সেদিন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। স্তব্ধ দুপুর ভেঙে আঁধার এল নেমে। সঙ্গে কড়কড় বাজ আর বৃষ্টির উৎসব। ঘুমন্ত কৃষ্ণচূড়ার নীচে নামে মেঘ। তালের ছায়া বেড় দেওয়া গাঁয়ে মেঘে ঝরে আকাশ। ঝড়ো হাওয়ায় হাড় বেরোনো খেজুর গাছ আউলা-বাউলা দোল খায়। পায়রাছানা ককিয়ে ওঠে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে গাছ, মাঠ, প্রান্তর। উবুশ্রান্ত ঝলকে ঝলকে বৃষ্টিতে ভরে দিঘি,কুঞ্জ ভেসে যায়। বাতাসে হিম আর ছন্নছাড়া জলকণা। ডাঁশ লাগছে পালানে। মাটি ভেজা অদ্ভুত সোঁদা গন্ধে আলসে হাই তোলে বেকার কুকুর। কখনো ক্লান্ত হয় বৃষ্টি,পরক্ষণে ক্ষ্যাপাটে দমকা হাওয়া মাতিয়ে তোলে ঝড়। বর্ষার গানে মল্লার সুরে যন্ত্রটা বাজাচ্ছি আপন খেয়ালে। সবে জম্পেশ সুর ভাঁজছি উচাটনে আর ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছি_ দিগভ্রান্ত এক নারী ঝড়বৃষ্টি আড়াল করতে এসে দাঁড়ায় আমার বাড়ি। বাড়িবললে বাড়াবাড়ি। তালের ছায়ায় চারিদিকে বাঁশের খাঁড়ি, খড়ের চাল, মাটির মেঝে। সেজেগুজে যাচ্ছি বলে ঝড়বাদলে দুপুর ঠেলে আমার ঘরে।কী আছে আসবাব আমার ঘরে যে দোর দিতে হবে! একটু দূরে সুরের মূর্ছনায় কেঁপে কেঁপে জ্বলে যায় মোমবাতি। ঝড়ের ঝাপট বুকে নিয়ে আলো দেয় মোমবাতি__আলো-আঁধারি ঘরে আলো দেওয়াই কাজ যে তার! জবুথবু পায়ে দুয়ারে এসে সুন্দরী তন্বীর আবেগ মাখা নম্র আকুতি 'ঝড়-বাদলে ফেঁসে, এসেছি, ঠাঁই হবে?'

চোখ ইশারায় ধীরে ধীরে রূপসী ভেজাশরীরে অপরূপা হয়ে ঢোকে। 'আমি তমালি। বাইরে তুমুল ঝড়, সঙ্গে তোড় বর্ষা।' লন্ডভন্ড ঘর আমার। কোথায় দেব বসতে,কী দিই পথ্য,গুল্ম! বেপরোয়া চোখের মধ্যে নেচে ওঠে উচাটন মন।ধাঁই ধপাধপ তবলা বাজে বুকের মাঝে। সুর তখন তুঙ্গে। আপ্যায়ন করতে গেলে সুর থামাতে হয়।তাই চোখ ইশারায়.... চুপচাপ ধ্যান ধৈর্য দেয়। কানে সব মাখল সুন্দরী একমনে।চোখে চাইল ঝাপসা গাছ। ঝড়বৃষ্টির দাপট সইল। মোমের স্নিগ্ধ আলোয় বৃষ্টিকণা চোখেমুখে আদর দিল।চোরাচোখে বারেবারে বিলোলে আমাকে দেখল অনন্ত।গাঁথল আমাকে।ওর হাসির তীব্র বাল্যকাল আমাকে গভীরে ছুঁয়ে তোলপাড় ছারখার। বৃষ্টিতে ভিজে কখন দিনটা কেমন নরম হয়ে এল। নিজেকে বা কাউকে ভালোবাসতে একান্তে এরকম ঝড়বৃষ্টি চাই,চাই বুকের মধ্যে গাছ-পাতা। মন আমার সমুদ্র হয়ে ওঠল। থইথই রূপের কংসাবতী মেয়েটি আমাকে আচ্ছন্ন করল। একসময় ঝড় থামল বাইরে, বৃষ্টিও। গানও থামল ঘরের আবহে মাদকতা নিয়ে।এবার বুকের ভেতর মাদল বাদ্যি। 'বাঃ! বাহা! অপূর্ব !কী বলে আপনার স্তুতি করব!মুগ্ধ আমি। বিহ্বল। অভিভূত।' একটুকরো হাসি ছাড়া কথা জোগাল না আমার। যতদূর চোখ যায় এককোমর উলু। খুব দৃশ্য আছে দূরে। যেন অসীমের সকল আয়োজন। উলিঝুলি রাস্তা ছুঁয়ে জল ছপছপ ডাঙার জলে ভিজে একশা চলে গেল ঈপ্সিতা।ফেলে গেল অভিনব হিসাবের পাতাসব। পাড়ভাঙা বুকে রেখে গেছে শত টুকরো শত কাহিনি। দুপুরের বৃষ্টিতে শুধু দুটোপ্রাণ জানল আর দূরে ওই শব্দহীন প্রাণবন্ত ইউক্যালিপ্টাস জানল চুপকথার রূপকথারা কী কথা বলেছিল, মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয়, চোখে চোখে।

কবিতা

দীপক কর
প্রিয়বরেষু

শম্পা,
সুদূর বাংলাদেশ থেকে
আমার ছোট্ট পাঠ তোমার
সুখতৃপ্তির বিভাস জানালে।

চমকিত আমি সময়- আঁধারে
কেউ তো করে না এমন
বুকের বোতাম খোলা
মসৃণ উচ্চারণ!

সময় বড়ো কৃপণ হে
কানাকড়িও খসাবার নেই
স্বচ্ছ আবেক কোথাও।

তেজেশ অধিকারী
পলাশের ভাষা

ব্যথায় যদি সব কথা যেত ডুবে
তাহলে আমি প্রিয়তম গান
কিংবা তার অশ্রুময় ছায়ায়
কখনো আর দাঁড়াতে চাইতাম না।

ব্যথার গভীর জানে সেই শিলালিপি
ঋতুচক্রে বাতাসে ভাসে করুণ আবহ
অবাক জন্ম নেয় পলাশের ভাষা।

কালিদাস ভদ্র
রিংটোন

রাত্রির কাছে জ্যোৎস্না
রেখে গেল আলোর রিংটোন

নারিকেল পাতা বেয়ে
নেমে আসছে শব্দ
নির্বাক হাওয়া
মাটির রিসিভারে কান রাখে

অন্ধকার শেষ হয়ে আসে
শিশিরের কাছে সব শব্দ রেখে
চলে যায় জ্যোৎস্না
উথলে ওঠে পুব কোণ

আলোর রিংটোন বাজায় প্রভাত
প্রভাত চিনি না----

রথীন কর
উর্বশী রাত

আলো আঁধারে ঘন
আবেশে উর্বশী রাত
উদাসীন আশ্লেষে
শিরা উপশিরায় বিস্ফোরণ
বিষাদ ছায়া মানসলোকে

শৈল বলিল, চল এবার ডুবি
ঘামে লালায় চোখের জলে
কুয়াশামাখা চাঁদের গাড়ি
থমকে আছে
মজা দিঘির ঘোলা জলে...

বিকাশ ভট্টাচার্য
মলাটবন

তুমি তখন বিষাদবহ্নি
অন্ধকালের উড়োপাতা
চোখের নীচের ছায়ান্ধকার
ঘুমজড়ানো স্তব্ধতা

এখন তোমার উঠোন জুড়ে রোদবেলা

নখদন্তের বিষচিহ্ন
লুকোনো সেই চোরকুঠুরি
বুকের ভেতর

আত্মকথার মলাটবাঁধা বই
ভেতরে মৌন বাহিরে হইচই

বিতান ভৌমিক
কান্না

কে যেন কাঁদে দূরে
আর কে যেন কাঁদে কাছে
কী যেন ঘুরে ঘুরে
বুকের নীচে বাজে

কোথাও ভুলগুলো
দেয়ালে ঠোকে মাথা
পিঠেরমোট নিয়ে
ক্লান্ত হাঁটে গাধা

গাধারা হাঁটছিল
আর নীরবে কাঁদছিল

মনোজ দাস
পরিধি -জীবন

রং ঢং সং নাচে নিত্য
সব রিক্ত

মাঝনদী কত খাঁই --- বিত্ত!
আপশোশ শোষে অবশিষ্ট

অহেতুক পাড়ি-যান পাঠশালা
টানা ছুটি, টুকটাক স্কুল খোলা

সাপুড়ে ও সাপেদের নৃত্য
বাদ্যির তালে তাল পৃক্ত

না-ছুঁই কেন্দ্র দূরত্বের
পরিধি-জীবন চলে বৃত্তের

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ
খোঁজে না ছাড়পত্র

বহুবর্ণ প্রতিশ্রুতি তোমার
এমন কথকতায়, স্থানিক প্রত্যাশায়
বয়ে আনে,
আলগোছে সুখ

এই সহজলভ্যতা,
তোমার রম্য উপস্থিতি থেকে
যেভাবে স্বপ্নপূরণের গল্প শোনাও তুমি
মায়া রাখাই তো রয়েছে ওখানে

উষ্মা থাকে না কোনও
খোঁজে না ছাড়পত্র

নন্দিনী সরকার
আপন

ছেড়ে যাবি বলেই কি
পায়ে পায়ে ঘুরলি এতকাল?
চলে যাবি বলেই কি ফিরলি না আর ঘরে?
এতদিনের জমে থাকা
ভালোবাসা_
ভোঁদা বলে ডাকা
সব তুচ্ছ করে ছেড়ে যাবি তুই?

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়
বোবা স্বপ্ন

শব্দের ভেতর বোবা হয়ে আছে আকাশ
নীরবতা, তুমি অসীম রহস্যের খনি
শূন্য রঙের যে বাগান
সেখানে ফুল ফুটে আছে কত নামের
স্বপ্নের কোন আকার নেই, চিৎকার নেই
সে শুধু ফুল ফোটায়……

ঝুমা সরকার
ফিরে দেখা

যখন এক -এক করে হারিয়ে যাচ্ছে উজ্জ্বল নক্ষত্রেরা
তখন আমি জনারণ্যে মিশে থেকেও
বড়ো একলা আর অসহায় বোধ করি।
শোকের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও ভাবতে হয়
স্বাধীনতার অপমৃত্যুতে শোক করব
নাকি নক্ষত্র পতনের আক্ষেপে!

রোজ সংবাদের শিরোনামে নিত্যনতুন ঘটনা
মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব দলে পিষে যখন মাথা তোলে
তখন আমার বেঁচে থাকা আমাকে লজ্জিত করে।
জীবনের জয়গান আবার গেয়ে ওঠার তাগিদে
ফিরে দেখার সু-পথের শপথে,
ঐক্যবদ্ধ হাতই পারে ছিনিয়ে আনতে জয়ের পতাকা।

সপ্তর্ষি রায়
মধ্যবিত্ত

আটপৌরে মানুষ নিজের সঙে চলতে চলতে
স্বপ্ন দেখার সমবেত স্বর ভুলে গেছে।

প্রতিবাদে শামিল হলেও
সংঘর্ষের পথে নিশ্চল নিরুত্তর
সংঘাত এড়িয়ে চলা ভিড় থেকে দূরে
বীরত্বের আত্মপ্রকাশ চারদেওয়ালের সংসারে।

ছা-পোষা মানুষের অশ্রুসজল স্মৃতিচারণে
উৎসর্গপত্রে লেখা হয়
'মধ্যবিত্ত '।

বিমল দেব
মায়া ঘোষ এলিজি

আকাশ বড়ো ষমেঘলা
চোখে কিছু ঠাহর করতে পারছি না
এত অন্ধকারের মধ্যেও
মায়াদি বেঁচে ছিলেন
কলকাতা থিয়েটারের ভাষায় কথা বলতো
আজ তিনি নেই
তবুও আছেন

সোমা লাহিড়ী মল্লিক
তুমি ও শীত

শীত এলে রুক্ষতা আসে,
শীত এলে ভালোবাসা জমে ক্ষীর
তোমার হাতের সিগারেট পোড়ার পরে,
তুমি চুমুক দেবে রঙিন পেয়ালায়
আমি হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেবে শীত।
আমি রুক্ষতায় বাঁচতে চাই না,
আমার ভালোবাসা কোমল এক প্রাণ,
তুমি এলে ভালোবাসা বেপরোয়া হয়,
তুমি এলে ভীষণ শীত করে,
তুমি এলে, আজ আমি অতীত।

লিসা বন্দ্যোপাধ্যায়
কথা

শুধু কথা দিয়ে ভেঙে যায় কত ঘর
শুধু কথা দিয়ে আপন হয়, যে পর।
শুধু কথা দিয়ে ঠাম্মার কোল পাওয়া
শুধু কথা দিয়ে পড়াশোনা শুরু হওয়া।
কথা বেচে খায় রকমারি অভিনেতা
10k 30 এ কথায় কিনছে ক্রেতা।
প্রেমিক -প্রেমিকা কথাতেই মশগুল
কথার তোড়েই মেনে নেওয়া কত ভুল।
শুধু কথাতেই নিঃস্ব বেসেছে ভালো
কত কথা মিঠে সুরে মিশে গান হল ।

দর্পণা গঙ্গোপাধ্যায়
নববর্ষে

নতুন সকালে এক চোখ ঘুম
নেমে আসে ---,
রাত্রি যাপনের অহেতুক বিশৃঙ্খলা
হিসেবের গরমিল।
চিন্তায় ডুবে যায় মন,
নতুন সূর্য অস্পষ্ট দেখায়---
হাজার ব্যর্থতা মনকে বিষন্ন করে---
চোখ মেললেই তোমার উজ্জ্বল মুখ !
ব্যর্থতা ঢেকে দেয় নতুন বছরের ফুলে---।

ভবানীশংকর চক্রবর্তী
অনেক পেয়েছি বলে

অনেক পেয়েছি বলে
সবটুকু নিজস্ব রেখে দেওয়া কী করে ঠিক বলি বলো
দেয়ালের দিকে পিঠ রেখে সবরমতি
সূর্যের দিকে মুখ তুলে ফুলেশ্বরী
নিজেকে দিয়েছে সঁপে আনখশির অকাতরে
জীর্ণ পুঁথির পাতায় পাতায় লেখা আছে এই সব পুরাণ কাহিনি

শীতের পাতার মতো ঝরে যায় একেকটি জীবন
মাঘ রোদ্দুরে শুকনো পাতার ওড়াউড়ি
সেখানে গার্হস্থ্য প্রেম
সেখানে কংসাবতী চর

বুকের ভেতরে অনেক পাওয়া
রিক্ত করে উড়ে যায় যদি
সে আঘাত বড়ই কঠিন

এসো এই পার্থিব সুখে
এসো এই দুরন্ত দুর্দিনে
ভাগ করে নিই আমাদের সুখদুঃখগুলি

শোভন বিশ্বাস
অবিনশ্বর শূন্যতায়

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে অবিনশ্বর শূন্যতায়
কত যে ঐশ্বর্য-বিস্ময়
কত খেলা মেঘ রোদ বজ্রনির্ঘোষের
তারায় তারায় আলোর উৎসব
তবু আমাদের মনের শূন্যতায়
কত ব্যথা হাহাকার
ফোটে না চেতনার ফুল
মননে শিখি না উদার আকাশ
তুমিও স্নিগ্ধ আকাশের মতো
ম্যালো ব্যঞ্জনাময় ভালোবাসার উচ্ছ্বাস

নীলাঞ্জন কুমার
জল

জলের সামনে দাঁড়াতে
নিজেকে সহিষ্ণু
করতে হয়।
নাহলে তার কাছে
স্থিরতা শিখবো কি করে।

জলের ভেতরের জল
যে দেখে সে জানে
প্রাণনা।
হতাশা থেকে সে সরে যায়।

CHITROKTI PATRIKA

খুকু ভূঞ্যা
সংযম

যখন নিজের কাছে অবিশ্বাস্য, মননে পাথর জমে
নিকৃষ্ট বোধের ভেতর ঝাঁপ দেয় মূল্যহীন শপথ
রোগা হতে হতে পথ মিলিয়ে যায়, কাঁটাঝোপ--
তখন উদ্দেশ্য শুধু ঘোর অথবা সন্ত্রাসী ভয়
রাত বাড়ে বয়েসের মতো
আমি বিশ্বাস ভাঙি না, ভাঙতে চাই না
নিজেকে লালন করতে করতে মা হয়ে যাই নিজের কাছে
সূর্য বীজ পেয়ে যাই দারুণ প্লাবনে—

খগেশ্বর দাস
অন্তর্দৃষ্টি

শুধু দূরদৃষ্টি নয় অন্তর্দৃষ্টি চাই দূরত্ব অবলোকনে
আমার নেই কোনো দূরবিন অথবা বাইনোকুলার
নিদেন পাখির চোখও যদি থাকে
মেঘের সুদূর দেখা যায়

আকাশের উঁচু থেকে দেখা যায় নীচের নরক গুলজার
অনন্ত রহস্যে মোড়া খাদ
আঁধারের খোপে আলো
যা কিছু আপাত ভালো যথার্থ মেলাবে ।

ঝাঁপি ভরে নেব
কিছুকিছু সুখের পসরা
তারপর ভালোবাসা দুহাতে বিলাব।

সন্দীপ জানা
যা কিছু রেখে যেতে চাই আজ

আজ তোমার চুম্বন চাই না
চাই না বিছানায় তোমার উত্তাল শরীর
আমার দু' মুঠোয় ভরে দিও কিছু কাল্পনিক চরিত্র,
ঠোঁটে একরাশ নীরবতা, আর রাত্রি নামার প্রতীক্ষা
ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে আজ আশ্রয় খোঁজে অতৃপ্ত কাহিনীরা
নিদ্রাচ্ছন্ন মানুষের জন্য স্বপ্ন নয়,
রেখে যেতে চাই কিছু গল্প

সিদ্ধার্থ দত্ত

নিঃসঙ্গের গান

মৃত্যুর সীমানায় এসে গেছি, আর হয়তো
কয়েক কিলোমিটার। তবুও মৃত্যুভয়
গ্রাস করছে না আমায় ! আসক্তির আগুন
পোড়াতে পারে না আর। বরং আচ্ছন্ন কুয়াশায়
সব আক্ষেপ-অতৃপ্তি ঢেকে যায়!

এক এক দিন আমি একা হয়ে যাই;
নিত্যদিনের সঙ্গী-সাথী, চেনা মানুষের
বেষ্ঠনে, এমনকি নানা সম্পর্কে আটকা
পড়েও যেন নিঃসঙ্গ এক মানুষ।জীবন্মৃত।
এবং একা...

কৃষ্ণ মিশ্র

কোয়েলের কাছে

অরণ্যের ভিতরের পাহাড়ের কোনায় কোনায়
কখনোবা নৃত্যরত, কখনোবা তিরতির ধারা।
শুকনো পাতার স্তূপে অচেনা সে কোন গন্ধে বাস
পাহাড়ের পাকদণ্ডী রাস্তায় রাস্তায় গাছে গাছে,
নীরবতা পাখিদের কুজনে কুজনে। দিন শেষে
অন্তহীন দিগন্তের রক্তাক্ত আভোগে পাশ ফিরে
দূরের পাহাড়, বনানীর সবুজ চাদরে ঢাকা
তুমিতো কোয়েল নদী আঁকাবাঁকা শান্ত জলচরী।

ফটিক চৌধুরী

রহস্য-আড়াল

তোমার আমার মধ্যে রহস্য-আড়াল
একটু হালকা কুয়াশার আস্তরণ
চাই একটু উষ্ণতা, একটু রোদ্দুর
চাইলেই কি পাওয়া যায়?
জীবন এমনই এক রহস্য-আড়াল।

ভেঙে যাচ্ছে ঠুনকো কাচের মতো
আমাদের নিবিড় গোপনতাগুলি
আড়ালে অক্ষত রাখতে পারছি কই !
এসো, এই আলোআঁধারির বিভ্রমে
একটু আড়াল তো খুঁজি।

CHITROKTI POTRIKA

গোপেন মণ্ডল
রূপবতী

তোমার স্নিগ্ধ রূপের আলোকে
হার মানিয়াছে চাঁদ,
বনের গাছে কুসুম ফুটিছে
নদী ভাঙিয়াছে বাঁধ।

ললাট মাঝে দীপ্ত ভানু
লাল গোধূলি বেলা,
বাঁধন হারা কালো কেশে
পবন মাতিছে খেলা।

আলতা রাঙা পায়ের চিহ্নে
আঙিনা দেয় সাড়া,
দখিনা বাতাস নিকটে আসি
আঁচল দিয়াছে নাড়া।

ঘন ভ্রূ-এর সীমানা ঘেরায়
কাজল ছুঁয়েছে আঁখি,
বারংবার এমনই তোমায়
হৃদয় মাঝে আঁকি।

স্বাতী ঘোষ
অনির্বচনীয়

তোমার সামনে বসি রোজ
তোমাকে দেখাই, তোমাকে বলি
আমার অনুভবের বিন্দু বিন্দু সারাৎসার -
তুমি কি বোঝো! তুমি কি শোনো!
এলো হাওয়া
ঘোরে ফেরে কেবলই -
তবু জেনো - চারিপাশে আলোগান
নরম তুলির আঁচড়
পাথর কুঁদে তৈরি হয়ে যাচ্ছে
হয়তো কোনো অনন্য মুরতি বিভাস

জয়গোপাল মণ্ডল
বৃষ্টি যেভাবে আশ্রয় দেয়

সবুজ ঘাসের মতো যে পদদলিত
ক্রমাগত মাটিতে গড়ায়
হাতের মুঠোয় ঝিনুক মুক্তো
অবহেলায় গুরুত্বহীন সে, ক্ষত-বিক্ষত

যে দূরে সমীরে দেয় সাড়া
নক্ষত্র-মাঝে সপ্তর্ষি-তারা
সমুদ্র-স্রোত নীলার আকাশ
বারে বারে ডাকে প্রেমের বিলাস
স্বপ্ন-নবীন সে, ফল্গুধারা।

সাগর শর্মা
একাকী

মানুষের মাঝে থেকে একা হয়ে আছি!
চোখ যায় কেবলই শূন্য বাগানের দিকে-
উঠোনে ছড়ানো চাল ছোটো ছোটো চড়াইয়েরা খেয়ে যায়
অবাধে উড়ে চলে, ওই কাছে ঘন বাঁশেদের ফাঁকে
একা হয়ে বসে, আমার কথা শোনে ঘরে ফিরে আসে।

আমাকে ভুলে গেছি বহুদিন হল-
কুঠারের কোপে সাফ হয়ে গেছে দূরের আম গাছ গুলো।
আর ছায়া নেই, মায়া নেই ক্রুর কুঠারের বুকে;
খোলসের নীচে শুধু রক্ত-মাংস
মেরু ক্রমে মরু হয়ে পড়ে
হয়তো আমারি মতো - ব্যথা নিয়ে পৃথিবীর পরে।

পল্লব চট্টোপাধ্যায়
মানব সম্পদ

শুনতে পাই আমরা নাকি -'মানব সম্পদ'
তবে, ভোট দেবার অধিকার আছে
কারা খেলছে এই তুরুপের তাস
সময় হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়......
.... নাকের ডগায় খেলা চলছে ।
আমি দেখতে চাই ভোটাধিকার কবে পাবে,
বাড়ির দরজা,জানালা,দেওয়াল,ছাদ টা
প্রজাতান্ত্রিক কারখানায়।

শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক
শাঁখস্বর

ভালোবাসা গুঁড়োগুঁড়ো
শরীরে মূর্ছনা ক্ষিপ্র
মুহুর্মুহু ক্ষমা অঙ্কুরে দোলে
জোড় হাত পাঁজরের গান ।

ভিটে ছায়ায়　　ভালোবাসা
রাজ্য ভাঙে　　সূর্যের মোমে
মনে অঙ্কুর　অঙ্কুরে জাদুকাঠ হাঃ হাঃ
দু'পায়ে　　　　শুকনো টোকা ।

ভালোবাসা ক্ষমা পেলে হাতের শান্তি
দেহ সাপে শাঁখস্বর মন্ত্র পাখি ।

নিমাই জানা
নীল কুরুক্ষেত্রের সমাঙ্গ চিহ্নগুলো

কাশ্যপের মতো অমিত অন্ধকার থেকে যারা নীল জরায়ু ফুলেদের নিয়ে আকাশ বৃক্ষে যক্ষা উপসর্গের পাতা রোপন করে তারা হলুদ সাইটোপ্লাজমীয় পাতাবাহারের মৃতদেহ গুলো সমাঙ্গ সমর্পণ করে দিচ্ছে নিরাময়হীন কুরুক্ষেত্রের পাশে

কোন কাল্পনিক যতি চিহ্ন নেই আমাদের, সবাই মৃত্যুর পর অদিতি সংসারে নেমে নপুংসক ঋষিদের সাথে নৈশ ভোজনের লাল কমলা লেবুর খোলসের ভেতর থেকে লগারিদম পৃথিবী আবিষ্কার করে ফেলল, ধাতব সায়ানাইড খাওয়া গভীর রাতের সপেদা ফলেরা উলঙ্গ নৃত্যের শবাসনে বসে তৃতীয় অঙ্গুরীমাল অসুখটিকে গিলে খাবে, শমিত ভগ্নাংশের পাখিরা আজ সামগান গাইছে

শুধু মৃত মানুষটি দীর্ঘশ্বাস বন্ধ রেখে অনেক অব্যক্ত কথা রেখে যায় আমাদের জন্য, অযুত নারীটি এখনই লিথিয়াম হরিণী হয়ে যাবে উলঙ্গ বাসর ঘরে, মৃত্যুকে টেস্টোস্টেরন দিয়ে ভাগ করেছিল অবৈধ এক চন্দ্র গুপ্ত

কার্তিক মণ্ডল
স্বপ্ন ভঙ্গ

হিংস্র বাঘের কাছে হাত জোড় করে
মুক্তি ভিক্ষা চাওয়া নিরর্থক,
নদীর প্রবল স্রোত যেমন
চুবিয়ে চুবিয়ে মানুষ মারে, ঠিক তেমনি
কত প্রত্যাশার কণ্ঠরোধ
স্বপ্নভঙ্গ নিষ্ঠুর কাহিনী ভাসছে চোখের সামনে
আজ লজ্জা হয়, বড়ো অপরাধি মনে হয় নিজেকে
মুখ লুকানোর জায়গা খুঁজি
নিরন্ন মানুষগুলোর মুখে দুটো
অন্ন তুলে দিতে পারি না
মা বোনদের লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারি না
শুধু পারি অর্থের প্রাচীর গড়তে
আর বিভাজনের বীজ বুনে---
বিলাস জীবন যাপন করতে।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
কি করে তোমাকে ভুলি

কবির আছে জমাট দুঃখ, অভিমান
রাগ তো করতে নেই
আমি অস্থির পাযচারী করি,ছাযাকে
তালুতে ঢেলে প্রাণপণ আবেদন রাখি।

শরীরে আগে ও টের পেতাম আমার রক্তে শিরাতে
প্রবাহিত হয়ে চলেছে তোমার স্মৃতি
আমার নিহত মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে তোমাকে
কি করে তোমাকে ভুলি?

বিদ্ধসত যুদ্ধ এ রূপান্তরিত সৈনিক আমি
শান্তি র অন্বেষণ করি।
কবির আছে জমাট দুখ অভিমান
রাগ তো করতে নেই।

কাশীনাথ সাহা
কথন

রাত্রি কে আলোর গল্প শোনাতে নেই
যেমন, আলোকে বলতে নেই রাত্রির
বিস্তার।
তবুও ভুল করে
আমরা কখনো কখনো
অন্ধকারকে দেখাই দুপুরের নির্মেঘ আকাশ।
আর আলোকে নিয়ে যাই
নিস্তব্ধ রাতের উঠোনে।

এভাবেই একটা ভুল থেকে
লেখা হয় একটি
অপমৃত্যুর আখ্যান!

নদীর কাছে নদীর গল্পও
শোনানো নিষেধ।

নদীরও অনেক বাঁক আছে
ভাঙা, গড়া
তাঁরও থাকতেই পারে
মন খারাপের মেঘলা বিকেল

নদীর কাছে বিষন্নতার গল্প শোনালে
নদীও
বানভাসি হয়!

নীলাঞ্জনা হাজরা
খাঁচার ভিতরের কথারা

উদাসী হাওয়ায় কথারা আবেগময় থাকে না,
ওরা বদ্ধ হয়ে যায়
একটা জায়গায় কিংস্বা
একজনের কাছে।
তখন কথারা মাঝে মাঝে ভারসাম্য হীন
অথবা খুব বন্দিত।
আপন বেগে হারাতে হারাতে
যখন খাঁচার মধ্যে বেড়িতে আটকে যায়,
তখন কথারা
সারবত্তা খুঁজতে চায় উপলব্ধির
অন্তরালে।নতুন ভাষা বেড়ি ভেঙ্গে
বেরিয়ে আসে।

তীর্থঙ্কর সুমিত
বর্ণপরিচয়ের পাতা

একটা বিকেল আঁকা সাদা পাতায়
কালবৈশাখীর ঝড় কখন যেন
নামতার ঘরে গুণের বিজড়িত স্মৃতি
গোধূলি পেরিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে পাড়ি দেয়...
অসহায় যাত্রীর একলা আকাশ
ছন্দেলা সুরে, ভরাডুবি অস্তিত্বকে
খেয়ালি খামে ভরে পাঠিয়ে দেবে অচিনপুরের ডাকবাক্সে
আয়নার মুখোমুখি এক দারুণ বিবর্তন
আগামীর সভ্যতা উঁকি দেবে
বর্ণপরিচয়ের পাতায়।

মনোজ চৌধুরী
কবিতা-সেলাই করা শব্দযান

আমি যেদিন আকাশ খুচরো করে
মূহুর্ত গুলো তাঁর চরণের ডাকঘরে
পোস্ট করে সুখপাখি এঁকে দেবো;
সেদিন ছেঁড়া শব্দযান শক্তি দিয়ে সেলাই করে নেবো

কোনো ছিদ্র থাকবে না বোতামবিহীন
তখন সুতো খসকে যাওয়ার সংশয়
আজীবন অবসর নিবে

অশ্রুজ্বালা নিংড়ে আত্মহত্যা করবে

তারপর একটা যুগ ধরে স্বপ্ন চাষ করবো
তোমার চরণের তাজমহলে।
শব্দযানের প্রতি টুকরো... অবিরাম
রাতভর শিরায় সুঁচ বিঁধে সেলাই করে নিই।

ডঃ সুজিতকুমার বিশ্বাস
ভয়

আমি ঝুকে আছি মাটির দিকে
মাটি আমার ভালোবাসে খুব!
আমি সূর্যকে বড়ো ভয় পাই
সমুদ্রের বাতাসে থামাই তাকে।

আমি ভ্রাম্যমাণ পাখিদের স্বরে
রূপান্তরিত হয়ে গেছি প্রতিকূলতায়।
আমার মা, জন্মভূমি আর বুনোফুল
এগুলি বুকে রেখে গেয়ে উঠব গান।

মোহিত ব্যাপারী
ফেরা হবে না আর

পথ হেঁটেছি আমি ফুলেদের সাথে।
অনন্ত এই যাত্রাপথ পাড়ি দেব একলাই।
দৃঢ় বিশ্বাসে এগিয়ে যাই।
পর্বত সাগর মরুভূমি পেরিয়ে
একদিন ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবই।
চলতে চলতে তবুও থমকে গেছি কোথাও
কখনো ফুলেদের মূর্ছনায়।
শ্বাপদ সঙ্কুল পথে পা জড়িয়ে ধরেছে পথ।
তবুও সব বাঁধা পেরিয়ে আবারও যাত্রা শুরু।
শুরু করতেই হয়।
যাত্রাপথ থেমে থাকেনি কোথাও কোনদিন।
হাঁটতে হবে, কেবলই হাঁটতে হবে।
যতটা পথ হেঁটে চলে এলাম
ফেরা হবেনা ঠিক ততটা আর কোনোদিন ।

প্রদীপ ভট্টাচার্য
পাঠাচ্ছি

ঝড় বৃষ্টি মেঘের সঙ্গে
এই যে তোমার খুনসুটি

জানো তোমার বয়স কত? "
'গ্রহ তারার ঠিক যতো... '

দীর্ঘশ্বাসে উঠলো ঝড়।
মেঘ বললো, 'চলি.. '

আকাশ বলে, "যাবে কোথায়,
সেই তো আবার পাততে হবে

আমার বুকেই গেরস্তালি... "

পিঙ্কি ঘোষ
বিশ্বাসের ধুলো

নিয়নের আলোয় স্বপ্ন বিক্রি হয়
বাস্তবতার মোড়কে দাম ওঠে-নামে,
চন্দ্রকলার প্রতিটি রাত্রি নিঃসঙ্গ,
দিঘির শান্ত জলে চাঁদ অপলকে দেখে
তার আজীবনের ভয়ঙ্কর সঙ্গী কলঙ্ককে।
অতৃপ্তির চারাগাছ দীর্ঘায়িত হয় প্রতিনিয়ত,
ঘষা কাঁচের আজ বড়োই চাহিদা।
সময় - সময় খেলায় অসময়ের প্রবেশ,
দিন বদলের নেশায় পথে গণদাবী ওঠে,

চলো, মনুষত্বের দাবীতে বিশ্বাসের ধূলো মাখি।

CHITROKTI POT

শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়
অতঃপর নতুন আলোয়

পা ফেললাম আর একটা সূর্যোদয়ের ওপারে -
আজ ছিলো একটা অন্যরকম দিন, রাতটাও যেন একটু বিস্বাদ -
কয়েকটা ঘণ্টা পার হতেই আতশবাজির চোখ ধাঁধানো আলোয় খুলে গেলো সামনে এগোবার প্রতিটি ছায়াপথ ।
বুকে হাত রেখে হিসেবী বর্তমান মিলিয়ে নিলো সিন্দুকে তুলে রাখা জন্ম কুণ্ডলীর সুলেখা ভবিতব্য।
যে অতীত ফিরে গেছে কোন এক অমাবস্যার শীতল আঁধারে,
জন্মান্তরেও সে মাথায় হাত রেখে খুঁজবে না উষ্ণ অমরত্ব ।
যে নতুনে আজ গভীর আবেগী অনুভব,
যে বাৎসরিক বংশলিপি প্রত্যাশার প্রদীপে ছুঁয়ে থাকে নিরাপদ ভবিষৎ
সেই সব এঁকে রাখা টেরাকোটা কারুকাজ কানে কানে গোধূলির পায়ের শব্দ শুনিয়ে যায়।
খসে পড়া বর্ণমালায় খুঁজে বেড়াই নতুন ভোরের আলো, ফুরিয়ে যাওয়া ইতিহাস আর আতশ কাঁচের উপন্যাস ।
যে সন্ধিক্ষণের জন্য মুহূর্তগুলো গুনে চলা
অথবা যে সাংকেতিক চিহ্নের ভাষায় হাজারো বিরূপ বিস্মৃতি
তবুও কনকনে শীতের রাতে খ্রীষ্টাব্দ পরিবর্তনের সাহেবী প্রলাপ ।

অতঃপর আবার একটি নতুন সকাল
ধোয়া সুতোয় পুরানো শরীর ঢেকে সাজিয়ে রাখা নতুন সংলাপে ।

নিবন্ধ

মঞ্জুশ্রী মণ্ডল
মূল্যায়ন ও মূল্যমান

আমরা মানব জাতি একে অপরের মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়ন করে যার মূল্য বেশি তাকে ঠিক সেই ভাবেই মর্যাদা দেই। যেমন আমরা যদি কৃষকের মূল্যায়ন করি কৃষক আমাদের পেটের খোরাক যোগায় এবং এই পেটের খোরাক জোগাড় করতে তাদের শারীরিক প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। ঝড় ,জল, রোদ উপেক্ষা করে ওরা ফসল ফলায় আমাদের সবার পেট ভরায়।সমস্ত উপার্জন এর জন্য ফসলের দামের উপর নির্ভর করতে হয়। একটা মানুষের পেট ভরানোর বাইরে অনেক কিছু থাকে। যেমন পোশাক পরিচ্ছদ, সন্তানদের লেখাপড়া , সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ,ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনোদনের কথা না হয় বাদই দিলাম। কৃষকরা বেশিরভাগই নিম্ন বিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ,অতি নিম্ন মধ্যবিত্ত ,সাধারণ মধ্যবিত্ত হয়ে থাকে।

CHITROKTI POTRIKA

এদের কোন ছুটি থাকে না। সারা দিন ই প্রতিদিন এরা পরিশ্রম করে। ফসলের দাম পাওয়াটা তো ভাগ্যের ব্যাপার। প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ,বিপর্যয়,সব কিছুর উপরে এদের নির্ভর করতে হয়। যেমন বন্যা, খরা, বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে তবেই ভালো ফসলের সম্ভাবনা। ভালো ফসল হলেও হয় না, দাম পাওয়াটা বড় ব্যাপার। প্রান্তিক চাষী, সাধারণ চাষী সবাই নির্ভর করে এই ফসলের দামের উপর। কিন্তু এই ফসলের দাম পেলেও তেমনটা প্রতিবছর পায় না যাতে করে ওরা বিলাসিতায় দিন কাটাতে পারে। কোনো রকমে খেয়ে পরে চলে যায়। কোন বছর লোকসান, কোন বছর লাভ, কোন বছর দাম না পেয়ে লাভ লোকসান কিছুই হয় না খরচটা ওঠে।

একটা দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় বেশিরভাগ মানুষই তথা কৃষক বিনোদন করতে পারে না তাদের পেটের খোরাক টাই যথেষ্ট। এই সমস্ত মানুষদের সারাদিন পেটের খোরাকটা জোগাতে এদের দিন কেটে চলে যায়।
এরা সবার পেটের খোরাক জোগাড় করলেও এদের মূল্যায়ন আমরা কি করি? এদেরকে সত্যিই আমরা বিনোদনের সাথে যুক্ত মানুষ যারা তাদের মতো করে কি ভাবি?

যারা বিনোদন দেয় ছোট পর্দা ,বড় পর্দা র মানুষ তাদের আমরা ভিআইপি মনে করি এবং খেলোয়ার যারা,তাদের দর্শনের জন্য ভিড় জমাই, টিকিট কেটে জমায়েত হই। তাদের দর্শন পেতে মরিয়া হই। তাদের মশাই মশাই করি। যারা বিনোদন দেয় তাদের উপার্জন কোটি কোটি টাকা।

মানুষের প্রথম চাহিদা থাকে খাদ্য। তারপর বস্ত্র তারপর বাসস্থান। মানুষের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের চাহিদা যখন মিটে যায় তখনই মানুষ বিনোদনে ঝোঁকে। এবং খাদ্য ,বস্ত্র ,বাসস্থান মিটে গেলে হাতে যদি পর্যাপ্ত টাকা থাকে তবেই বিনোদনে প্রবেশ করা যায়। বিনোদন অনেক রকম হয়। যার যে বিনোদন পছন্দ সে তাতেই আকৃষ্ট হয়।

বিনোদন তো আর এমনি এমনি তৈরি হয় না বিনোদন কেউ তৈরি করে। আর এই বিনোদন যারা তৈরি করে বা বিনোদন যারা দেয় তাদের সেটা পেশা। সেই পেশাটাতে উপার্জন লক্ষ থেকে কোটি কোটি। এবং এই বিনোদন সৃষ্টিকারী পেশাদার যারা তারা হয়ে যান বিশেষ ব্যাক্তি ।তাদেরকে দেখার জন্য বা তাদের বিনোদন টা দেখার জন্য মানুষ উৎসাহিত বেশি হয়।

আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, পেটের খোরাক প্রথম প্রয়োজন,বিনোদন তৃতীয় বা চতুর্থ নম্বরে। পেটে ক্ষুধা যদি না নিবারণ হয় তাহলে কিন্তু বিনোদনে মন বসে না। তা সে যত ভালই বিনোদন হোক না কেন।

কাজেই পেটের খোরাকটা প্রথম প্রয়োজন এই কারণে পেট আগে ভরাতে হবে ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে কিন্তু এই ক্ষুধা নিবারণ কারী মানুষগুলো নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পেটের খোরাক যোগান দেয়। কিন্তু তাদের আমরা কাউকে মনে রেখেছি কখনো? কিংবা তাদের কি যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছি?

কিন্তু বিনোদন সৃষ্টিকারী মানুষগুলো বিনোদনে উৎসাহী মানুষগুলোর কাছে তারকা হয়ে যান। কারণ বিনোদন মানুষ বেশি পছন্দ করে এবং বিনোদনে আনন্দ পাওয়া যায়। মনের খোরাক

মেটে। বলাই বাহুল,মনের খোরাক এর থেকেও পেটের খোরাক আগে দরকার। তবুও পেটের খোরাক যোগান যারা দেয় তাদের যথাযথ মান মর্যাদা আর সম্মান কিছুই দেওয়া হয় না কারণ তারা বিশেষ ব্যক্তি নয়। আমি ঠিক বিষয়টা বোঝাতে পারছি কিনা জানিনা। আমার বক্তব্য হল মনের খোরাকের আগে দরকার পেটের খোরাক। পেটের খোরাক যোগানদারেরা প্রচুর শারীরিক পরিশ্রম করেন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে উপার্জন করেন। লাভ ক্ষতির হিসাব সব সময় করতে হয়।

বিনোদন সৃষ্টিকারী মানুষগুলোর ক্ষেত্রে চিত্র টা ঠিক উল্টো রকম। তাদের কোন কিছুই বিনিয়োগ করতে হয় না। তাদের যৎসামান্য পরিশ্রমে ই তারা কোটি কোটি রোজগার করেন। তাদের বিনোদন সৃষ্টি করার জন্য অনুকূল পরিবেশ থাকে। তারা হয়ে যান ভিআইপি বা বিশেষ ব্যক্তি। তারা নাম ,যশ প্রতিপত্তির সবই পেয়ে যান। শুধু তাই নয় তার সাথে সাথে বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য প্রচুর টাকা রোজগার করার সুযোগ পেয়ে যান।

উপার্জনে আকাশ পাতাল তফাৎ। পরিচিতিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মান্যতায় আকাশ পাতাল তফাৎ। মর্যাদা ও সম্মানে আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু কেন? একজন কৃষককে কেউ চেনে না। সে কিন্তু সবার পেটের খোরাক জোগায়। কিন্তু বিনোদন সৃষ্টিকারী মানুষগুলোকে কিন্তু সবাই চেনে । যে ব্যক্তি যে বিনোদন পছন্দ করে সেই ব্যক্তি সেই বিনোদন সৃষ্টিকারী মানুষগুলোকে বেশি করে চেনে। তারা যে ধরনেরই মানুষ হোক না কেন তারা বিশেষ ব্যক্তি।

এই বৈষম্য দূর হওয়া আবশ্যক। এজন্য চাই কৃষকের উপযুক্ত উপার্জন। কারণ যার যত উপার্জন দাম তার তত বেশি।

পরিকল্পনা - লোপামুদ্রা, প্রচ্ছদ - গার্গী, সম্পাদনা - শুভ্রকান্তি চট্টোপাধ্যায়, রূপায়ন - চৈতন্য (হায়দ্রাবাদ)

"CHITROKTI" Quarterly Online Little Magazine published by Subhra Kanti Chattopadhyay from Anandamoyee Apartment, Bose Para Road, Barisha, Kolkata-700008, Designed by Chaithanya K, Hyderabad.
2nd Year 1st Issue, English New Year Sankhya, Online, January 2023 (26th Year).